

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

127259 - জন্ম নরিোধক পলি সবেনের ফলে হয়যে অনয়িমতি

প্রশ্ন

আমার স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যার কারণে আমি জন্ম নরিোধক পলি ব্যবহার করছি। ভুল বশতঃ আমি সবে পলি সবেন করনি। এখন আমার রক্তপাত হচ্ছে। আমি যত দিনগুলো রক্তপাতের সমস্যায় ভুগি এ দিনগুলোর মধ্যে দুইদিন আমি নিামায পড়ি। তদুপর আমি গুনাহ করছি বলে মনে হয়। এ বিষয়ে সঠিক অভিমত কি? দয়া করে এ বিষয়টি জানবনে যে, আমি স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যার কারণে এ পলিগুলো সবেন করছি এবং আমার স্বামী এ বিষয়ে পূর্ণ অবগত আছেন। কারণ হয়তো আমি এ পলিগুলো সবেন করব কিংবা আমি স্বাস্থ্যগত এ সমস্যাগুলো মোকাবিলা করব। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নমিনরে শরত দুটো পূর্ণ না হলে কোন নারীর জন্ম নরিোধক পলি সবেন করা উচিত নয়।

১। এ পলি সবেন করার প্রয়োজন থাকা। যমেন- অসুস্থ হওয়া, শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়া এবং গর্ভধারণ করলে অসুস্থতা ও দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পাওয়া।

২। স্বামী অনুমতি দেওয়া। কোনা স্বামীর সন্তান লাভের অধিকার আছে।

এসব সত্ববেও এ পলিগুলো ব্যবহারের আগে নরিভরযোগ্য ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা আবশ্যকীয়— নারীর স্বাস্থ্যের জন্য এ পলিগুলো কতটুকু উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে এর কোন ক্ষতি আছে কনি।

এ বিষয়টি ইতপূর্ববে 21169 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীনরে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দুই:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এ রক্তপাতের হুকুম ও এ অবস্থায় নামায ও রোযার হুকুম: এটা সুবদিতি য়ে, এ পলিগুলো সবেন করলে মহলিাদরে হায়যে বশিঙ্খলা দেখা দেয়। হায়যেরে ময়াদকাল বড়ে যায়। কখনও কখনও এগিয়ে আসে।

আলমেগণ এ মাসয়ালায় মতভদে করছেন য়ে: এটা কই হায়যে; নাকই হায়যে নয়?

শাইখ উছাইমীনের মনোনীত অভমিত হচ্ছে— এ পলিগুলো সবেনের কারণে হায়যেরে ময়াদকাল য়ে কয়দনি বাড়বে সটো হায়যেই হবে। তনি বলনে:

এ পলিগুলোর কুফল হচ্ছে: এগুলো নারীর স্বভাবগত হায়যেকে বশিঙ্খল করে ফলে এবং নারীকে সন্দহে ও পরেশোনীতে ফলে দেয়। অনুরূপভাবে মুফতদিরেকও সন্দহে ও পরেশোনীতে ফলে দেয়। কনেনা মুফতরি জাননে না য়ে, এই য়ে রক্ত নঃসরতি হচ্ছে—এটা কই হায়যে; নাকই হায়যে নয়।

অতএব, এ নারীর স্বভাবকি অভ্যাস যদি হয় পাঁচদনি হায়যে হওয়া এবং জন্ম নরিরোধক পলি সবেনের ফলে হায়যেরে ময়াদকাল বড়ে যায় তাহলে এ বড়ে যাওয়া সময়টা মূলরে অনুবর্তী হবে। অর্থাৎ এটাকে হায়যে হিসেবে গণ্য করা হবে; যতক্ষণ না এ রক্তপাত পনেরে দিনরে বশে সময় অতক্রম না করে। যদি পনেরে দিনরে বশে সময় অতক্রম করে তাহলে সটো ইস্তহিয়া (রোগজনতি রক্তস্রাব)। তখন সয়ে নারী তার স্বভাবকি হায়যেরে ময়াদকে ধর্তব্য ধরবনে। তার স্বভাবকি ময়াদকাল হচ্ছে—পাঁচদনি।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (১/১২৩)]

স্থায়ী কমটির আলমেগণরে মনোনীত অভমিত হচ্ছে—এ অবস্থার শকার নারী রক্তটাকে যাচাই করে দেখবনে। যদি দেখনে য়ে, এ রক্তে হায়যেরে রক্তরে বশেষ্ট্য রয়ছে তাহলে সটো হায়যে। আর যদি সাধারণ রক্তরে বশেষ্ট্য হয় তাহলে সটো রক্তপাত; হায়যে নয়।

তাদেরকে আরও জজিৎসে করা হয় য়ে:

বর্তমানে মহলিারা নানা রকম ক্ত্রমি জন্ম নরিরোধক উপায় গ্রহণ করে থাকে; যমেন—পলি ও কপার-টি। য়ে কোন ডাক্তার কপার-টি সটে করা বা পলি দেয়ার আগে মহলিককে দুটো ট্যাবলটে খতে দনে য়াতে করে গর্ভধারণ না হওয়ার ব্যাপারে নশ্চতি হতে পারনে। এ অবস্থায় গর্ভধারণ যদি না হয়ে থাকে তাহলে রক্তপাত হওয়া আবশ্যকীয়।

প্রশ্ন হচ্ছে— কয়কে দনি ধরে নারীর এই য়ে রক্তপাত হয় এটার হুকুম কই হায়যেরে রক্তরে হুকুম য়ে, নামায, রোযা ও

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সহবাস পরিত্যাগ করতে হবে? উল্লেখ্য, এ রক্তপাত হায়যেরে স্বভাবগত স্বাভাবিক সময়ে হয় না।

অনুরূপভাবে কোপার-টি কিংবা পলি ব্যবহারের পর কিছু কিছু মহিলাদের হায়যে আবর্তনের সিস্টেমে পরিবর্তন হয়ে যায়। জন্ম নিরোধক ব্যবহার করার পর হঠাৎ করে ময়োদ বড়ে যায়। এমনকি কোন কোন নারী মাসে মাত্র এক সপ্তাহের বেশি পবিত্র থাকে না। আর বাকী তিনি সপ্তাহ লাগাতরভাবে তার রক্তপাত হতে থাকে। এ সময়ে নঃসরতি রক্ত হায়যেরে রক্তের মতোই। অনুরূপভাবে গর্ভধারণ না থাকা নিশ্চিতি হওয়ার জন্য যদুটো ট্যাবলেটে খাওয়ানো হয়; পূর্বের প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে; সে সময়ের রক্তও হায়যেরে রক্তের মতোই।

প্রশ্ন হচ্ছে—এই তিনি সপ্তাহব্যাপী সময়ে নারীর হুকুম কী? সটো কি হায়যে? নাকি নারী জন্ম নিরোধক ব্যবহার করার আগে তার যদে অভ্যাস ছিল সটো মনে চলবনে; নাকি দশদিন হায়যে ধরবনে?

জবাবে তারা বলেন:

দুটো ট্যাবলেটে খাওয়ার পরে যদে রক্তপাত শুরু হয়েছে সটো যদি হায়যেরে রক্তের মতো হয়ে থাকে তাহলে সটো হায়যে। এ সময় মহিলারা নামায-রোযা বর্জন করবনে। আর যদি সটো হায়যেরে রক্তের মতো না হয় তাহলে সটো হায়যেরে রক্ত হিসেবে গণ্য হবে না; যার কারণে নামায, রোযা ও সহবাস নিষিদ্ধ হয়। কেননা এ রক্ত ট্যাবলেটের কারণে নঃসরতি হচ্ছে। [সমাপ্ত] [ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ দায়মা (৫/৪০২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) থেকে আরও বর্ণনা করা হয় যদে, তাঁকে পলি খাওয়ার কারণে যদে হায়যে শুরু হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: নারীর কর্তব্য হল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসে করা। ডাক্তার যদি বলেন: এটা হায়যে; তাহলে সটো হায়যে। আর যদি বলেন: এটা এই ঔষধের কারণে নঃসরতি রস; তাহলে সটো হায়যে নয়। [ফাতাওয়া ওয়া দুরুসুল হারাম আল-মাক্কী (২/২৮৪)]

এটা উত্তম অভিমত। এর ভিত্তিতে আর কোন আপত্তি থাকে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।